# خلاصة تجارة رابحة

ড. তহা হুসেইন-এর **تجارة رابحة** শীর্ষক রচনাটিতে এক সাহাবার ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার এক অনুপম কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রোম থেকে বনী তায়েমের এক ক্রীতদাস সুহায়েব মক্কায় নিজ দক্ষতায় ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি স্থাপন করে। ইসলামের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে অত্যাচার ও প্রতিকূলতায় অবিচল থেকে ছুটে গিয়েছিলেন নবী(স)-এর দরবারে। যার জন্য এক লহমায় অবলীলায় বিসর্জন দিয়েছিলেন সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ।

হিজরতের পথে নবী(স) কুবাতে অবস্থান করাকালে তাঁর দুই প্রিয় সাহাবা আবু বকর ও উমার (রা)-এর সঙ্গে খেজুর খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ক্ষুধাজর্জর, দুর্বল ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়। সে অক্ষিপ্রদাহে আক্রান্ত ছিল। কিন্তু ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে সে অনুমতির অপেক্ষা না করেই গোগ্রাসে খেজুর খেতে আরম্ভ করল। একটু তৃপ্ত হওয়ার পর নবী(স) তার পরিচয় ও কাহিনী শুনলেন। এই ব্যক্তিই ছিল পূর্বোক্ত সুহায়েব, যার সম্পর্কে তিনি বলেন—

**"سابق الروم إلى الإسلام"**

মক্কার কুফফাররা হিজরতের সময় যে সমস্ত মুসলিমদের বন্দী করে রেখেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল সুহায়েব। প্রাণের হুমকির সামনে অকুতোভয় সুহায়েব তার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। কুফফাররা রাজি হলেও রাজি হল না আবু জাহল। সকলকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে বন্দী করে রাখে। সে কৌশলে সেখান থেকে পালাতে সফল হলেও, সদাসতর্ক কুফফাররা অনতিবিলম্বেই তার পথ রোধ করে। দক্ষ তীরন্দাজ সুহায়েব তার তীর ও তরবারির সামনে তাদেরকে সম্পদ ও প্রাণের মাঝে একটি বেছে নিতে বলে। প্রাণভয়ে ভীত ও সম্পদলোভী মুষ্টিমেয় তারা সম্পদকেই প্রাধান্য দেয় এবং সুহায়েবের পথ ছেড়ে দেয়।

সেখান থেকে কয়েকশো মাইল মরুপথ যৎসামান্য ছাতু খেয়ে অতিক্রম করে সুহায়েব। অবশেষে অবসন্ন দেহে উপস্থিত হয় কুবাতে অবস্থানরত নবী(স)-র সান্নিধ্যে। তার সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি মন্তব্য করেন—

**"ربح البيع أبا يحيى! ربح البيع!"**

এই আত্মত্যাগের সম্মানে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়—

**"ومِن الناس مَن يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله, والله رؤوفٌ بالعباد."**

জীবনের কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদকে যে ইসলামের জন্য নিজের প্রাণের বিনিময়ে ত্যাগ করতে পারে তার থেকে উত্তম ব্যবসায়ী এবং এর মত মহান ব্যবসা আর কীই বা হতে পারে।